Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৮ জুন, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ২৭ জুন ,২০১৬, সোমবার, ১২ আষাঢ় জ্যৈষ্ঠ,১৪২৩

মহিলা ও ছাত্র-যুবদের রক্তদান আসানসোল ও পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ জুন : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির কালেখাঁতলা ২নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে, পারুলিয়া বাজারে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এস.এফ.আই-এর জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে, বিন কাশিম সেখ, গণ-আন্দোলনের নেতা সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, বাসন্তী কুরি প্রমুখ। ২১ জন মহিলা সহ ৮০ জন যুবক রক্তদান করেন। নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সমস্ত রক্ত দান করা হয়।

ছবি : দ্বারকানাথ দাস

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আসানসোল শহর উত্তরাঞ্চল শাখা ও ডি ওয়াই এফ আই-এর আসানসোল শহর ২নং লোকাল কমিটির যৌথ উদ্যোগে আজ এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। রক্তদান শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ ২৫ জন রক্তদান করেন।

নতুন চিঠি'র গ্রাহক ও পাঠকদের প্রতি আবেদন

'নতুন চিঠি' চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এর মধ্যে নিউজপ্রিন্টের দাম ও পত্রিকা ছাপার আনুষাঙ্গিক খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। এই অবস্থায় পত্রিকা আর কোনরকম ভাবে ১টাকা মূল্যে দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদার হারও আমরা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছি। আগামী আগস্ট ২০১৬ হতে প্রতি কপি পত্রিকার দাম ২টাকা ও সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। এমতাবস্থায় গ্রাহক ও পাঠকরাই আমাদের সম্পদ। তাঁরাই বরাবর আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছেন। আগামী দিনেও তাঁদের সহযোগিতা কামনা করি। যাঁদের বকেয়া রয়েছে অবিলম্বে তা পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। —**সম্পাদক, নতুন চিঠি।**

প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার এখন ভিক্ষাবৃত্তিতে

কিশোর মাকর

স্বপ্ন ছিল কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার। সামান্য একটি দুর্ঘটনা চুরমার করে দিয়েছে রাজুর জীবনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। ফুটবল তো দূর অস্ত। রাজকলেজের ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়া রাজুকে এখন জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নিতে হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি। এখন শহরের বড় বড় শপিং মল, হাসপাতাল বা বাজারে বাঁশের ছোট ঠেলা গাড়ি চেপে করুণার পাত্র ২২ বছরের রাজু।

রাজকলেজের গেটে কাঠের গাড়িতে চেপে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কলেজের দিকে। দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। রাস্তার পাশ দিয়ে মানুষের আনাগোনা। পয়সা ও চাইছে না। শুধু তাকিয়ে থাকা। নজরে পড়ে প্রতিবেদকের—কী হয়েছে তোমার? কলেজের ভিতরে যাবে? বলতেই কান্নাভেজা গলায় কলেজের স্মৃতি বিজরিত সেই অভিশপ্ত দিনের কথা শোনায়। কলেজের সেরা খেলোয়াড় সে। ২০১২ সালে মঙ্গলকোটের নূতনহাটে ফুটবল খেলে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিল সে। সেদিনও মাঠের সেরা সে। উল্টোদিকে একটি লাড়ি বেপরোয়া ধাক্কা মারে। গুরুতর আঘাত নিয়ে কলকাতার এস.এস.কে.এম-এ ভর্তি হয়। ডাক্তার হাজার চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি তার গোল করা ডান পা-কে। জীবন বাঁচাতে তার পা কেটে বাদ দিতে হয়। রাজুর জীবনে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায় ফুটবল। হারিয়ে গেল মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা।

বর্ধমানের বড়নীলপুর চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় বাড়ি রাজুর। বাবা শেখ সফি-কেও হারিয়েছেও। মা বন্দনা বিবিকে নিয়ে থাকে সে। সেলাই-এর কাজ করে মা সামান্য রোজগার করেন। দু'বেলা অন্ন জোটাতে বেছে নিতে হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তিকে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কেতুগ্রাম আজ মগের মুলুক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ জুন, কাটোয়া : শাসকদলের এলাকা দখলের লড়াইয়ে কেতুগ্রাম এলাকার এক অংশের সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা বিপন্ন করে তুলেছে পুলিশ প্রশাসন। কেতুগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুধু সাধারণ মানুষই নন, শাসক দলের সমর্থকরাও নিরাপদ নন। গ্রামের পর গ্রামে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি লুট করার ঘটনা বর্গী হামলার ইতিহাসকেও লজ্জা দেবে। গরু, মোষ, ছাগল ও গৃহস্থালী জিনিসপত্র কিছুই বাদ যাচ্ছে না। ২০১১ সালের নির্বাচনের পর বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা লুট ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। সম্প্রতি নির্বাচনের পর কেতুগ্রাম-১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম এবং পালিটা অঞ্চলে বেছে বেছে সি পি আই(এম) কর্মীদের বাড়ি। গৃহস্থালী প্রাণী থেকে টিভি, ফ্রিজ এবং নগদ টাকা লুট হয়েছে। বর্তমানে তোলাবাজি এবং এলাকার দখল কোন গোষ্ঠীর হাতে থাকবে এই নিয়ে জোর লড়াই শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলে বিবদমান দুই গোষ্ঠীর নায়ক যথাক্রমে অনুব্রত মণ্ডল ও স্থানীয় বিধায়ক সেখ শাহনাওয়াজ। দুই গোষ্ঠীই একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করার সময় পুলিশ প্রশাসনকে ব্যাবহার করছে। ২৩ জুন বামুণ্ডি গ্রামে বিধায়ক গোষ্ঠীর অন্যতম দুষ্কৃতী জাহির শেখ-এর মাসকট বাহিনীর অপারেশনের সময় পুলিশ সুপার বিশেষ ফোর্স নিয়ে খোদ এস ডি পি-ওকে পাঠালে তিনিই আক্রান্ত হন শাসকদলের দুষ্কৃতীদের হাতে। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু তৃণমূল নেতা ও কেতুগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহির সেখ।

ঘটনায় প্রকাশ এস ডি পি'ও গাড়ি আক্রান্ত হবার পর কেতুগ্রামে ২৪ জন তৃণমূল দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ২৪ জনের মধ্যে অন্যতম দুষ্কৃতী হিসেবে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত জাহির সেখ-এর স্ত্রী। আশ্চর্যজনকভাবে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যায় মূল অভিযুক্ত জাহির সেখ। অথচ এই দুষ্কৃতীদের বাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করে সকেট বোমা এবং বোমা তৈরির বিপুল মশলা। এলাকার মানুষের অভিযোগ পুলিশ সব জেনেও মূল অভিযুক্তকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করছে।

২০১১ সালের পর কেতুগ্রাম অঞ্চলে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে খুন হয়েছেন ৯জন তৃণমূল কর্মী। প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে জাহির সেখকে নির্দিষ্ট করে পুলিশের কাছে অভিযোগ তুললেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। শুধু নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের কোপে নামমাত্র তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চার্জশিট পেশ করা হয় যাতে সে তাড়াতাড়ি জামিন নিয়ে বহাল তবিয়তে তার অসামাজিক কার্যকলাপ নির্বিঘ্নে চালাতে পারে। কার্যত সে ভাবেই ভোটপর্ব সম্পন্ন হয়। এইভাবে পুলিশি প্রশ্রয়ে বিধায়ক সেখ শাহনাওয়াজ গোষ্ঠীর এই দুষ্কৃতী কেতুগ্রাম অঞ্চলে শুধু সাধারণ মানুষ নয় বিপরীত গোষ্ঠীর কর্মীদের কাছেও ত্রাস হয়ে উঠেছে।

পুকুর সংস্কারেও বেনজির রোজগার পঞ্চায়েতকর্তাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ জুন : পুকুর সংস্কারে অনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বে-নজির রোজগার করছেন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা। এ ছবি দেখা যাচ্ছে কালনায় তৃণমূল পরিচালিত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই রোজগার দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন বিভিন্ন বাম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলিরাও। তাই ইতিমধ্যেই অনৈতিকভাবে তৃণমূলিরা বাম পারিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দখল নিয়েছে মন্তেশ্বরের জামনা পঞ্চায়েত। অনাস্থা এনেছে দেনুড়, কৃষ্ণদেবপুর, বড়ধামাস প্রভৃতি পঞ্চায়েতগুলিতে।

সরকারি, ব্যক্তিগত যৌথ মালিকানার পুকুরগুলি ১০০ দিনের প্রকল্পে সংস্কার করে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত। এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত রোজগার করছেন বলে অভিযোগ। কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির জনৈক অমল ঘড়ামী জানান, তাদের গ্রামে যৌথ মালিকানার একটি পুকুর সংস্কার করছে পঞ্চায়েত। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে এই পুকুর সংস্কারে। কয়েকদিন আশেপাশের কিছু গরিব মানুষকে দিয়ে কাজ করানো হয়। তারপরেই পুকুরে মাটি কাটার যন্ত্র নামিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। এই মাটি ট্রাক্টরে চাপিয়ে দূরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। একদিকে ১০০ দিনের কাজে মাস্টার রোলে টাকা, অন্যদিকে মাটি বিক্রি করার নগদ অর্থ। দুই অর্থ মিলিয়ে পুকুর সংস্কার এখন এক একটা অর্থের খনি, সোনার হাঁস। এই অর্থের খনি ও সোনার হাঁসকে কবজায় আনতেই বাম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দখলদারি নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তৃণমূলিরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

এ লজ্জা ঢাকবো কী করে

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিজেদের পরিবারেই এখন বোঝা

আব্দুস সবুর

দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজের পরিবারের লোকজনদের কাছে অবহেলিত। জনসংখ্যার নিরিখে প্রবীণ-এর প্রায় ৬৫ শতাংশ। এঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আবার শারীরিক বা মৌখিক হিংসার শিকার। শরীর খারাপ হলে চিকিৎসা হয় না, খিদের সময় খাবার মেলে না। এসব চাইলে জোটে অপমান। আত্মকেন্দ্রিকতার উদারনীতি লজ্জার। ভারতের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মানবিক অধিকার, সামাজিক উন্নয়নে এর জটিল প্রভাব শীর্ষক সমীক্ষায় এসব তথ্য ধরা পড়ছে। সম্প্রতি এই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাঁচ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাক্ষাৎকার থেকে যেসব বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে তা সত্যিই লজ্জার। ৬৫.২ শতাংশ প্রবীণ জানিয়েছেন, নিজের সংসারেই তাঁরা অবহেলিত নিজেরই প্রিয়জনদের কাছে। ৫৪ শতাংশ জানান তাঁদের যখন তখন অপমানিত হতে হয়। শুনতে হয় বিচ্ছিরি সব গালাগাল। এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৮ শতাংশ) বলেছেন, তাদের মারধরও খেতে হয়। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। কাদের বিরুদ্ধে বলবেন, সবাই যে তাঁদের বড়ই আপনজন।

কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জানিয়েছেন কীভাবে তাদের উপর আর্থিক শোষণ চলে। পেনশনের টাকা জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়। শারীরিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দিনের পর দিন পরিবার বড় হচ্ছে, বাড়ছে জীবন ধারণের খরচ। এই অবস্থায় বাড়িতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যেন 'বোঝা' ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্যই একাংশ আত্মকেন্দ্রিক নতুন প্রজন্মের কাছে। চুয়ান্ন শতাংশ জানিয়েছেন যখন তখন অপমানিত হন আর নব্বই শতাংশ জানান এইসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ।

তাঁদের হাতে আগেও টাকা পয়সা থাকতো না, এখনও নেই।

জওয়েল ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিমাংশু রথ -এর তথ্য থেকে জানা যায় বৃদ্ধাবস্থা জীবনেরই একটা অংশমাত্র। আমাদের দেশে তাদের অবস্থা সব থেকে মারাত্মক। তাদের স্বাধীনতা নেই, সমাজে কোনো ভূমিকা নেই। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্বাস্থ্য খারাপ হলেও কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সংসারের থেকেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যেন বিচ্ছিন্ন। একাকিত্বে ভোগেন। তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি নেই। তাঁরা পরিবার এবং সমাজের উপর মস্তবড় বোঝা। বহু বৃদ্ধ এখনও সক্ষম। তাঁদের ২২ শতাংশ কাজ করতে চান। কিন্তু লাভজনক কাজ খুঁজে পান না। এটা একটা বড় সমস্যা। ২১.২৪ শতাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে চিকিৎসার কোনো সুবিধা পৌঁছায় না। এঁদের আবার অনেকেই জানে না কী কী সুবিধা মেলে সরকার থেকে। মাত্র ১৫.২ শতাংশ জানালেন বৃদ্ধাশ্রমের সুযোগ সুবিধা তাদের আছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাও নিয়মিত পেয়ে থাকেন। বাকিদের হাল খারাপ, খুবই খারাপ। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৬৮/৬৯ বছর চলছে, তবুও স্বাধীন ভারতের প্রবীণ মানুষদের আজ চরম করুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয়, এটা জাতির লজ্জা। এর অবাসন কি আদৌ হবে?

নতুন চিঠি

২৭ জুন, ২০১৬

শব্দের খেলা

সম্প্রতি ইংরেজি 'এক্সিট' (EXIT) শব্দটি নিয়ে খেলায় মেতেছে সংবাদ-মাধ্যম। শব্দটির অর্থ বেরিয়ে যাওয়া। কে কোথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে যে বেরিয়ে যাচ্ছে তার প্রথম অক্ষরের সঙ্গে 'এক্সিট' শব্দটি যুক্ত করে সংবাদ মাধ্যম নতুন শব্দবন্ধ তৈরির মজা লুটছে। এর প্রথম প্রয়োগ দেখা গেল ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে গ্রেট ব্রিটেনের বেরিয়ে আসা-কে বোঝাতে। ব্রিটেনের 'ব্র'-এ সঙ্গে 'এক্সিট' শব্দটি যুক্ত করে তৈরি হল নতুন অর্থবহ একটি শব্দ 'ব্রেক্সিট'। একটি যুগ্ম শব্দের মধ্যে ধরা পড়লো ইওরোপীয় ইউনিয়নের ব্রিটেনের থাকা না-থাকার উপকারিতা-অনুপকারিতার অনেক কথা। এর পরেই এই শব্দবন্ধের প্রয়োগ ঘটলো বিশ্বখ্যাত ফুটবলার মেসি-র ফুটবল থেকে অবসর নেবার আকস্মিক সিদ্ধান্তকে বোঝাতে। শতবার্ষিকী কোপার ফাইনালের ট্রাইব্রেকারে গোল করতে ব্যর্থ হয়ে চিলির কাছে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের দায় বহন করে তিনি এই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গে সঙ্গে মেসি-র 'মে'-র সঙ্গে 'এক্সিট' শব্দটি জুড়ে তৈরি হয়ে গেল নতুন শব্দবন্ধ 'মেক্সিট'। সারা বিশ্ব এখন এ নিয়ে তোলপার।

এরপর দেখা গেল রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ শব্দবন্ধের প্রয়োগ। আনন্দবাজার পত্রিকার পোস্ট-এডিটোরিয়াল একটি রচনায় দেখা গেল 'বেক্সিট' নামে একটি শব্দবন্ধ। আসলে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই(এম) -এর কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের নীতি নিয়ে বিতর্ককে উস্কে দিয়ে লেখক শিবাজী প্রতিম বসু বেঙ্গল-এর 'বে'-র সঙ্গে 'এক্সিট' শব্দটি যুক্ত করে তৈরি করলেন 'বেক্সিট' শব্দবন্ধটি। বোঝাতে চাইলেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে সি পি আই(এম)-এর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত থেকে বাংলার বেরিয়ে আসার সম্ভাবনার দিকটি। এ বিষয়ে আলোচনা অবশ্যই একটি ভিন্নতর রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যেটি উল্লেখ্য তা হল এই শব্দবন্ধের খেলায় গণমাধ্যমের অত্যুৎসাহ।

এখন দেখা যাক কতদিন কত প্রসঙ্গে এই শব্দের খেলা চলতে থাকে।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৬ জুন : পূর্বস্থলীর সি পি আই(এম)-এর প্রবীণ সদস্য জীতেন সেন (৭৮) প্রয়াত হলেন। ২৫ জুন রাত্রে এন.আর.এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিন রাতেই কলকাতা থেকে তাঁর মরদেহ পূর্বস্থলীর পলাশপুলি গ্রামে নিয়ে আসা হয়। পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল মরদেহে রক্ত পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া বর্তমান বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, রাজেন্দ্র ঘোষ সহ অগণিত মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানান। নবদ্বীপের শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি তিন ছেলে, পুত্রবধূ, নাতিনাতনি রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী আগেই প্রয়াত হয়েছেন।

প্রয়াত সেন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৮ সালে। ফরিদপুরে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে ১৯৪৬ সালে দেশছাড়া হয়ে বর্ধমান জেলায় জামালপুরের কাছে গোপালপুরে মিলিটারি ক্যাম্পে তাঁর পরিবার আশ্রয় নেয়। দীর্ঘদিন মিলিটারি ক্যাম্পে থেকে পূর্বস্থলীর পলাশপুনি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অভাব অনটনের সাথে লড়াই করে সংসার চালানোর জন্য তাঁর পড়াশুনা হয়ে ওঠেনি। তিনি নবদ্বীপে তাঁত শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। সেই সময় নবদ্বীপে কমিউনিস্ট নেতা দেবী বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তারপর তিন কৃষক নেতা সুবোধ ভাওয়ালের সংস্পর্শে আসেন। তাঁত শ্রমিক, আন্দোলন, কৃষকসভার আন্দোলন, সি আই টি ইউ সংগঠনের সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের শেষ গভর্নর হিসাবে কে কবে নিয়োগপত্র পান?
২. জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে কবে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার হয়? এই দিন ভারতের রাষ্ট্রপতি কে হন?
৩. বিশ্ব সঙ্গীত দিবস কবে পালিত হয়? কোন দেশ কবে প্রথণ এই দিনটি 'সঙ্গীত দিবস' হিসাবে পালন করেছিল?
৪. প্রথম কম্পিউটার কোথায় কবে তৈরি হয়? কী নাম দেওয়া হয়? তখন এই কম্পিউটারের ওজন কত ছিল?
৫. প্রথম আন্তর্জাতিক 'যোগা দিবস' কবে পালিত হয়? কার অনুরোধে রাষ্ট্রসংঘ এই দিন পালনের আহ্বান জানায়?
৬. 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলটি কবে কে গঠন করেন?
৭. ইংল্যাণ্ডের রাজা 'ভারত সম্রাট' উপাধি কবে ত্যাগ করেন?
৮. এ.টি.এম-এর জনক কে ছিলেন? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
৯. পোলিও টীকা কে আবিষ্কার করেন? কবে তিনি প্রয়াত হন?
১০. কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?
১১. সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ কবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হন? তিনি কোন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন?
১২. কবে কোন দলকে হারিয়ে ভারত বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয় করে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ভারতবর্ষ! হি হি হি!

শিবানন্দ পাল

একজন বললেন, আর রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, রাস্তাঘাটে এবার চড়াম চড়াম করে ঢাক বাজাবো। দলের নেত্রী বললেন, কে কোথায় প্রার্থী ভুলে যান! সব ক'টাতেই আমি আছি। ভুল বুঝে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না! তা হলে আমার পক্ষে পথ চলা মুশকিল। সত্যিই সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। আগামী বইমেলায় নতুন বইয়ের নাম ঠিক হয়নি। টেনশন ... । যা কাজ হয়েছে, আগামী চারশো বছরেও কেউ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবু ...

ভুল করলে তো মানুষকে সংশোধন করবার সুযোগ দিতে হয়!

মানুষ তো ঠিকই ভেবেছেন, আবারও সুযোগ দিলেন। দোষ ত্রুটি ভুলে ক্ষমা চাওয়ার সব ঝামেলা মিটে গেল। দিন কয়েক আগে ভেজাল ছবির এক সিনেমা নাস্তানুবুদ করে দিয়েছিল। তারপর অবশ্য ... !

আসলে ঝুলি থেকে খপাখপ্ বেড়াল বেরিয়ে পড়েছিল আরকি! একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর ... !

এবার আবার অপারেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। বোঝ ঠেলা!

সু.... ! আই পি এস অফিসার তাও ভোঁতা বুদ্ধি! সবটা এক্কেবারে কাঁচিয়ে দিলে ... গো! বলে কিনা সাতসকালে এক কোটি নিয়ে লোক আপনার দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে!

কী সাংঘাতিক কথা মাইরি! বাংলার গরিব-গুর্বো লোকগুলো এসবের কী বুঝবে? ছো! মেষশাবকের দল!

ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখেই ছক্কা! আমদানি এক কোটি! আবার বলে কিনা আরো একজন আসছে!

মুখ তখন ধোওয়াই হয়নি, দাঁত মাজা! পবনদূতকে বোধহয় ভাই না বলে বাবা বলাই উচিত ছিল! কী মনে হয়?

একজন আবার এত বাড়াবাড়ি করল! বলে কিনা অমুককে আমি মন্ত্রী করে দিলাম! কেষ্ট বলেছিল, স্বপনদা এবার মায়ের ভোগে চলে গেল বুঝলি! কেউ আর ওঁকে উদ্ধার করতে পারবে না। আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম! ছ্যা ছ্যা! মনোময়নের জন্য ম্যারাথন হাঁটাটাই ওঁর শেষ হাঁটা হয়েছিল আরকি! শেষে হাসপাতালে শুয়ে বসে ক'দিন রেস্ট নিয়ে হ্যাপা ফুরলো।

মন্দ লোকে বলল, দাঁড়া দাঁড়া এখনও ছ'দফা বাকি। কথায় আছে না, ওস্তাদের মার শেষ রাতে! এ হলো সেই! দেখে নিস!

—দেখে আবার কী নেব রে! কত গুন্ডা বদমাশকে ঢিট করেছি! একা জঙ্গলমহলেই দেখিয়ে দিয়েছে। ও যখন হাসবে, তোরা তখন কাঁদবি। এ যেন জ্যোতিষীর মুখের বচন। যা বলছে, তাই লেগে যাচ্ছে। তবে গুণের ভাই জুটেছে কটা! এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়! পেঁদিয়ে বেন্দাবন দেখিয়ে দোব!

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের কথাগুলো সব গুলে মেরে দিলি? গণতন্ত্র! গণতন্ত্রের ইয়ে!

—ওপেন করে দিয়েছি সব। ওসব গিমিক কিস্যু হবে না।

—বলছিস! তাহলে মনাদার কী হবে? জেলে তো বছর গড়িয়ে গেল!

—এই তো সবে দেড় বছর হল! দাঁড়া ঘানি আরো টানতে হবে!

—ঘানি টানতে টানতে ঘরের বৌ যেন বেধবা না হয়ে যায়!

—বলিস কি রে! একটু সাবধানে কথা বল! দশ বছর নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুতে বলেছি, সবে তো পাঁচ ... হয়েছে!

—দূর! রাজা সামলাও এখন! একজন মহিলা স্রেফ ওঁর জন্য মরে গেল? শরীরে কি একটুও দয়া, মায়া, কষ্ট নেই রে! বলে কিনা রাত আটটা বাজলো কি মদ-অন। ১৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উদোম গায়ে শুয়ে থাকে!

—সত্যি। মন্ত্রী-সান্ত্রী-সাংবাদিক সবার সাথে সেটিং, ম্যানেজ মাস্টার লোক মাইরি! আবার বলে কিনা দেখতে সত্যিই সুন্দর। ইনোসেন্ট টাইপ! আবার ঘরের বউয়ের কথায় বলে কিনা, 'আমার বউ' বলেছে! কেমন গর্ব করে এসেই দু লাখ টাকার চেক কেটে দিলে! দানবীর লোক মাইরি!

—চেকটা যে উনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেটা কিন্তু বলেননি।

—কাকে ফিট করল রে?

—তা বলব কেন? উনি যে ... কাজের লোক!

—কাছেরও লোক বল! কত ভাবেন বলতো! মুকুদাকে দিয়ে খবর পাঠালে, একদম চিন্তা করিস নে! সবুরে মেওয়া ফলে।

—চিন্তা করতে বয়েই গেছে! ও কি এত লো গ্রেডের জিনিস নাকি যে চিন্তা করবে! দেখলি না সোজা সাপটা কেমন বলে দিল, মেসি কী খেলেছে! আমি যা খেলা দেখাব না! দেখবি তখন!

—ডিজি-তো ভয়ে সব সময় কেঁচো হয়ে আছে, কে জানে কখন মাদারিহাট যেতে হয়! মুখ ফসকে একদিন বলে ফেলেছিল! বলে কিনা উনি আমাকে গুলি করে মারবেন!

—পরমাণুব্রত তো গুড়-বাতাসার হরিরলুট করে দিল! ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ বলে লালমাটির দেশে সবাই এখন নাচছে! মাথায় রূপোর মুকুট চড়িয়েছে।

—গালে যে চুমো খায়নি এই সৌভাগ্য। বাংলার ঘরের লক্ষ্মীরা এখনও ওকাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি রে!

—তা হয়তো হবে! আসলে নন্দীভৃঙ্গীরা আশেপাশে ঘর করছে তো! সবাই নজরে রেখেছে। সেলিব্রিটি হওয়ার এই হচ্ছে মুশকিল!

—তা যা বলেছিস। তবে ... !

—সবটা জানে মানে! পুরসভা, পঞ্চায়েত, এবার বিধানসভা পার হল। লোকসভা এখনও সময় আছে। ঘরদোড়গুলো ভাল করে গুছিয়ে নে সব।

—শুধু ঘরদোড়! বারান্দা মায় পাঁচিল পর্যন্ত ! ...দাকে ষাট কোটি তুলে দিয়েছি। ভাবতে পারিস! ছ'য়ে শূন্য ষাট কো-টি!

—না। আর ভাবতে পারছি না! মাথাটা তাঞ্জিম তাঞ্জিম করছে। নেশাটা ঘেঁটে গেল। শাকরেদকে আর এক ছিলিম লাগাতে বল!

বুঝলাম চায়ের দোকান নয়, নন্দী-ভৃঙ্গীদের রাজত্বে চলে এসেছি। এতক্ষণে খেয়াল হলো বাঁদিকের কোনে মহাদেব এক পাশে লম্বমান রয়েছেন। সাড় নেই তাঁর।

শাকরেদ যেন নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিল। কলকেতে গামছা জড়িয়ে ফুকফুক করে হালকা দু টান দিতেই আগুন জ্বলে উঠল। পরনের লেংটিতে কলকে মুছে করজোড়ে ছিলিমটা এগিয়ে ধরল। নিন প্রভু! পেসাদ করে দিন!

—ভালো করে বানিয়েছিস তো ছোকরা! কতদিন এ লাইনে আছিস? নন্দী মহারাজ কলকেতে একটা দম দিলেন। দম বলে দম! এক পলেই 'ফট্' করে শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে কলকের মুখ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। লাফিয়ে উঠে ভাবলাম দমকলকে খবর দিতে হবে নাকি!

—আ হা হা! ভৃঙ্গীমশাই সতর্ক করলেন! বললেন, শেষে আগুনখাকি হবে নাকি গো!

উঁ! বুকের ভিতরে দম চেপে রেখে, সাপ খেলানো বাঁশির মতো মুখে কলকেটা ভৃঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিলেন নন্দী মহারাজ! তাঁর চোখে তখন মহাদেবের মতো নিমীলিত দৃষ্টি।

জয় মহা... ! বোঝা গেল এবার ভৃঙ্গীর পালা!

কিছুক্ষণের বিজ্ঞাপন বিরতি শুরু হল। পাক্কা দু মিনিট কি তাঞ্জিম তাঞ্জিম সুরের আনাগোনা। আরও কিছুক্ষণ মুখ বুঁজে বসে থাকা। পট্‌লা মাইনাস করতে উঠে গেল। কেলটুচরণ আমার পিছনে একটা রাম চিমটি কাটল। মানে সেও উঠতে চাইছে। বাঙালির ঐক্য এ ব্যাপারে যে নির্ভেজাল বোঝা গেল। পাছায় যেন ফেভিকলের আঠা হেভি সেঁটে আছে। উঠবো উঠবো ভাব, এমনি সময় টিভিতে কিন্নরকণ্ঠীর গলা আবার শোনা গেল-

সবাই সৎ লোক। শুধু একটু টাকা খায় এই যা! এটাই ভারতবর্ষ! হি হি হি!

কেলটু বললে, নারী কী মূর্খ দেখ, ভারতবর্ষ বলে ম্যাপে কোন দেশই নেই!

———————

বিঃ দ্রঃ কাল্পনিক চরিত্রের সব কথাই কাল্পনিক। সত্যতা যাচাই করা অসম্ভব। কারণ ঘুম তখন ভেঙে গেছে।

সভা বানচাল করার তৃণমূলি চক্রান্ত ব্যর্থ হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ জুন : পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন ও প্রতিবাদসভা বানচাল করার তৃণমূলি চক্রান্ত ব্যর্থ হল পূর্বস্থলীর মাজিদায়। সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী-২নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের কাছে ৯ দফা দাবিতে এক গণ-ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়। বিশাল জমায়েতে ২০০০ মানুষ সমবেত হন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তারা এদিন সভা করেন। সভাপতিত্ব করেন সি পি আই(এম) নেতা ফখরুদ্দিন মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার নেতা ভজন ঘোষ, বিমল ঘোষ, খগেন বিশ্বাস, ও সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সদস্য বিন কাশেম সেখ। ডেপুটেশনে ১০ জনের প্রতিনিধিদল প্রধানের কাছে ৯ দফা দাবি সনদ তুলে ধরেন।

ডেপুটেশনের আগে সি পি আই(এম) কর্মী-সমর্থকদের ভয়-ভীতি দেখানো হয়। ব্যাপক মানুষের জমায়েত দেখে দুষ্কৃতীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

অন্য সংস্কৃতি

অণু গল্প

ফিরে আসা

কাকলি ঘোষ

—হ্যালো সুতনু, কনগ্রাচুলেশন। তোর ছবিটা আকাদেমিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

—তাই নাকি! আমি তো ভাবতেই পারছি না।

—দারুন এঁকেছিস রে! মা ছেলের পাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দু'হাতে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে এক মা স্টেশনের স্টলে বার্গার খাচ্ছে। দুর্দান্ত কনট্রাডিকশন।

—আমি ছবিটা নিয়ে যা ভেবেছিলাম, তা আঁকতে পারিনি রে, আমি ভিখিরি মায়ের চোখে আঁকতে চেয়েছিলাম এক বন্যতা। কিন্তু ফোটাতে পারিনি। কোথায় যেন চোখদুটো করুণ হয়ে গেছে।

—সেটাই সঠিক হয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে মা তার ছেলের খাবার কেড়ে খায় তা ভাবতে হবে না। কোথাও একটা দুঃখ তো আছে।

—যে বন্যতায় মা তার মেয়েকে আড়কাঠির কাছে বেচে দেয় সেই বন্যতা ফোটাতে চাই। কিন্তু পারিনি। বাস্তবের ওপর আবহমানকালের ধারণা চেপে বসেছে। আমি অন্যরকম কিছু একটা আঁকতে চাই। এক আদিম বর্বরতা, এক ওলটপালট যা এই সমাজটাকে উল্টে দেবে। অন্যরকম ভাবতে শেখাবে।

—বেশ বাবা। এখন রাখ। বিকেলে বসে কথা হবে। বিজন ফোনটা রেখে দেয়।

২

সকাল থেকেই মেঘলা। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। কফিমেকারে কফি বসিয়ে সুতনু ক্যানভাসে রং চড়ায়। কলিং বেলটা বেজে ওঠে। কফি মেকারের সুইচটা বন্ধ করে দরজাটা খুলতে যায় সুতনু।

—কে? কাকে চান?

—চিনতে পারছিস না? আমি বিপ্লব। আর্ট কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

—বিপ্লব, তুই? এত রোগা হয়ে গেছিস? এ কী চেহারা হয়েছে তোর। হাতে বাণ্ডিল বাঁধা ওগুলো কী?

—ছবি। আমার সারা জীবনের আঁকা ছবি।

—এগুলো তুই নে, আর আমাকে কুড়ি হাজার টাকা দে। মেয়েটার অপারেশন হবে। হাতে পায়ে ধরে ফ্রি করিয়েছি। কিন্তু তাতেও কুড়িহাজার টাকা লাগবে।

—কী হয়েছে তোর মেয়ের?

—পেটে টিউমার। তুই একমাত্র বাঁচাতে পারিস আমাকে।

—ঠিক আছে। টাকা নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। দেখি ছবিগুলো। একটার পর একটা ছবি খুলে যায় বিপ্লব। দুর্দান্ত ফিনিশিং। অপূর্ব সব বিষয়বস্তু। সুতনু ভাবতেই পারে না। সুতনু একদিন এটাই আঁকতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। পারেনি ফোটাতে পৃথিবীর ক্ষুধা—পৃথিবীর বাস্তবতা, যান্ত্রিকতা। তার ছবি উপরিগত। ছবির গভীরে ডুব দিতে পারেনি সে।

সুতনু দুহাতে জড়িয়ে ধরে বিপ্লবকে। তোর ছবির দাম কুড়ি হাজার টাকা নয় ২০ লক্ষ টাকা। তুই কোনো চিন্তা করিস না। তোর ছবি আমি আকাদেমির প্রদর্শনীতে পাঠাব। আমি আজ নতুন করে আবার ছবি আঁকতে শিখলাম।

৩

বিপ্লব অনেকক্ষণ চলে গেছে। সুতনু পরতে পরতে রং খেলায় ক্যানভাসে। তার ছবির পাগলি মা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সন্তানের গায়ে ছাট আটকাচ্ছে তার ছেঁড়া খোঁড়া শাড়ির আঁচলে। শুধু তার চোখ দুটোয় বড় উদাসীনতা বড় নির্জনতা ভর করে আছে। ছবিটা শেষ করে সুতনু ভাবে সে পেরেছে। সে আবার ফিরে এসেছে তার ফেলে আসা নিজস্ব ধারায়। যেখানে মানুষ অতিক্রম করেছে তার বাস্তবের সীমারেখাকে। যেখানে কল্পনা আর বাস্তবতা মিলে মিশে গেছে। বাস্তবতার ওপর কল্পনা এঁকে দিয়েছে এক উত্তরণ। এক শোভা যা আগামী পৃথিবীর।

সবার অলক্ষ্যে শুয়ে আছো

(বাণী যশকে নিবেদিত)

পঙ্কজ পাঠক

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বত্থ গাছটা
বুঝতে পারেনি
তোমার অভিমান শুষে নিয়েছে ঝলমল রোদ্দুর
বাড়ির পাশের বাঁকানদীটা জানতে পারেনি
তুমি দাউ-দাউ আগুনে শুয়েও
অন্ধকারকে তাচ্ছিল্য করে হাসছিলে
বৃষ্টি এসে ধুয়ে গেছে প্রলম্বিত শোকের ছায়া
অথচ পাখির ঠোঁট থেকে খসে পড়া শস্যের মতো
সবার অলক্ষ্যে সরস মৃত্তিকায় শুয়ে আছো
চোখের মণিদুটো জোনাকির মতো
জ্বলে আর নিভে
এক অলৌকিক আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে চরাচর
কেবল জেগে আছে টবের বেলির গন্ধ,
ফুলপুকুরের ঢেউ
আঁকাবাঁকা সেন্ট্রাল পার্কের পথ,
দোতলার ধূসর মার্বেল
নিত্যপূজোর সমস্ত মন্ত্র, আর জেগে আছে
কালনাগেটের স্বর্ণ।

রাজনীতিক

নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

যত লোক দেখছ, হেথা সেথা ঘুরছে
এরা কেউকেটা সব ... মৌমাছি উড়ছে

হাতে আছে গীতা কারও
কারু হাতে বাইবেল
কেউ বা কোরান হাতে শরিফ হয়ে ফুঁসছেন
হিংসায়-ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছেন

কেউ শুধু মৌলোভী, কেউ কেউ পুরো-হিত
কেউ বা ফাদার গড, কেউ করে হিরো-হিত

মুখ দেখে মনে হবে বুঝি চাঁদ হাসছে
বুঝে নেবে—এরা সব ভোট নিতে এসেছেন
বড় বড় নেতা সব রাজনীতি করছেন।

আমরা হারিয়ে যাচ্ছি

শ্যামা প্রসাদ দত্ত

সহানুভূতির ক্লেদাক্ত চুম্বন,
কর্দমাক্ত পিছল গলিপথ,
হৃদপিণ্ডে কম্পন পালাবার পথ নাই,
অন্দর মহলে বক্সবন্দী নগ্নসভ্যতা,
অনুকরণে বাঙালির পাশ্চাত্য সভ্যতা
চলার পথ রুদ্ধ পরিত্রাণ নাই।

দুষ্টের দুষ্টমি পৌঁছে গেছে।
শিক্ষা নিকেতনে মাঠে ময়দানে,
আতঙ্কের ধারাপাত প্রতিক্ষণে,
প্রতিঘাত কি না করে কোন জনে,
ওরা ভুলে গেছে মা নামের পবিত্রতা,
ভুলে গেছে মাতৃসুধায় হয়েছে পোষ্য,
ভুলে গেছে মায়ের স্নেহস্পর্শে,
ওদের কর্মযজ্ঞে সংসার ধন্য।
সেদিনের গোপাল কলির কেষ্ট সেজেছে।
বস্ত্রহরণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে,
প্রাণ ওষ্ঠাগত বাঁচার কি পথ নাই,
মেয়েটা ঘরের বাইরে ফিরবে তো?
ওদের নগ্ন ক্যানভাসে হচ্ছেটা কী?
সভ্যসমাজ বলছে ছিঃ ছিঃ ছিঃ

অনির্বাণ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

গভীরে উত্তাপ, টানটান মেঘ
ছুঁয়ে অশনি সংকেত
বুক জুড়ে কৃষ্ণচূড়া, শপথের অগ্নিশিক্ষা
অনির্বাণ....
চতুর্দিকে ভাঙাগড়া, খামারে ও ক্ষেতে
প্রাণের সন্ধান।

পুস্তক সমালোচনা

বর্ধমান পৌর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের এক অভিনব প্রয়াস

শিবানী পাল

বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে 'স্মৃতির আলোয়' পত্রিকাটি প্রকাশ করার জন্য সম্পাদিকা এবং প্রকাশিকা শ্রদ্ধেয়া উন্মেনদরা ফারজানাকে অভিনন্দন। প্রাক্তনী, শহরের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বর্তমান ছাত্রীদের উৎসাহ দিয়ে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ করার জন্য সম্পাদিকার অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়।

শ্রীমতী ফরজানা পত্রিকাটিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন— স্মৃতিসুধা, কবিতা মঞ্জুষা, আমাদের নাট্যচর্চা এবং সুচিন্তন। স্মৃতি সুধাই পত্রিকার অবয়ব পুষ্ট করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। লেখাগুলিতে স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষার প্রতি একাগ্রতা এবং বিদ্যালয়ের প্রতি নিষ্ঠা যা বর্তমান যুগের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। সাধারণ কয়েকটি রচনার মধ্য দিয়ে অসাধারণ একটা আদর্শ তুলে ধরেছেন সম্পাদিকা। প্রাক্তনীদের সম্মানজনক ফলাফল, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্তি, ১৯৬২-৬৩ সালে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেলে যাওয়া—বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ, অধ্যাবসায় এবং সাহস বৃদ্ধি করবে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী সকলের শ্রদ্ধার ভালোবাসার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত—'বড়দিদিমণি' বিভাদেবী। অমর হয়ে থাকলেন এই পত্রিকার মাধ্যমে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের ছাত্রীদের এবং বর্ধমানবাসীর মনে। তাঁর সাহসিকতা, একগ্রতা, ব্যক্তিত্ব, ছাত্রীদের প্রতি কন্যাসুলভ মনোভাব সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুসরণযোগ্য। প্রথম সহ প্রধান শিক্ষিকা শিশিরকণা নন্দীও সমান শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের যোগ্য। তাঁর সক্রিয় সাহায্য না থাকলে বিদ্যালয় গঠনের মহাযজ্ঞ একাকী সমাধা করা সম্ভব হত না বিভাদেবীর, উত্তরসূরী রাধারানী দেবী এবং স্বপ্না সিন্‌হা বিভাদেবীর আরব্ধ কাজকে সার্থকতার পথে যোগ্যতা এবং সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অজস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। তাঁরাও ধন্যবাদের যোগ্য।

'কবিতা মঞ্জুষা'র পাঁচটি কবিতাই স্মৃতি সুধায় ভরা, 'আমাদের নাট্যচর্চা'ও আগের দুটি পর্যায়ের সমগোত্রীয়। এই বিভাগে তিনটি রচনা। স্মৃতিমূলক হলেও বিদ্যালয়ে যে শিল্পকলার চর্চা আছে সে কথাই প্রমাণ করে।

'সুচিন্তন' বিভাগে স্মৃতিরোমন্থনমূলক পাঁচটি মননশীল রচনা আছে। এদের মধ্যে 'ভারতের নারী সমাজ ও বর্তমান কাল' এবং 'মা যখন একা' প্রবন্ধ দুটিতে লেখিকাদ্বয় বর্তমান সমাজের নারীর অবস্থান, ভূমিকা এবং কর্তব্য সুন্দর এবং যুক্তিসহ উদ্ঘাটিত করেছেন। আর্যযুগের আপালা, গার্গী, মৈত্রেয়ী আজও মেরিকম, পি টি উষা, কল্পনা চাওলার মধ্যে বেঁচে আছেন—এ কথা জেনে বর্তমানের ছাত্রীরা উজ্জীবিত হবে। 'মা যখন একা' প্রবন্ধে তিনটি মায়ের একা অভিভাবকত্বের মধ্য দিয়ে অসংখ্য মায়ের অসহায় এবং অসম লড়াই-এর কথা তুলে ধরা হয়েছে।

'রেভারেন্ড জে.জে ওয়েটব্রেখট'-এর লেখক ড. সর্বজিৎ যশ বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার লাভ এবং বর্ধমানের বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তাঁর এই অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। বর্ধমানে যে নীলকুঠি ছিল, বড়নীলপুর, ছোটনীলপুর নামের মধ্যেই যে সে ইতিহাস লুকিয়ে আছে, এ কথা হয়ত অনেক বর্ধমানবাসীর অজানা। কাছারি রোডের নীলকুঠিই যে বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক রূপ ছিল এই তথ্যও অনেকের জিজ্ঞসাকে সন্তুষ্ট করবে।

চিন্তাশীল এবং বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক হিসাবে সুপরিচিত এবং বর্ধমানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অরিন্দম কোঙার 'আত্মহত্যার পথে আমরা নেই'-এ বর্তমানে দেশের কয়েকটি অসঙ্গতি তিনি ক্ষোভের সঙ্গে দেখিয়েছেন। সংবাদপত্রে সংবাদ গৌণ, পৃষ্ঠা দখল করে নিচ্ছে বিজ্ঞাপন। কারণ আজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবই পণ্য। শিশু-মহিলা-বৃদ্ধ সবাই বিজ্ঞাপনের সামগ্রী। সাম্প্রদায়িক পরিবেশের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শাসকেরা দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল আজও দেশবাসী তা হজম করতে পারেনি। তিনি দেখিয়েছেন নয়া উদারনীতির নেতিবাচক দিক। তাঁর এই রচনা ছাত্রীদের সাম্প্রতিক অবস্থাকে আরও একবার চিন্তা করতে বাধ্য করবে।

স্মরণিকায় স্মৃতি রোমন্থন আছে, কবিতা আছে, মননশীল রচনা আছে কিন্তু গল্পের কোন বিভাগ নেই। স্মৃতিমূলক রচনাগুলো গল্পের মতই রোমাঞ্চকর কিন্তু একই ধরনের। কয়েকটি গল্প থাকলে পত্রিকাটি আরও বৈচিত্র্যমুখী হত। ছাপা পরিস্কার ও সুন্দর। প্রচ্ছদটিও ইঙ্গিতবহ—গতি অর্থৎ চলমান জীবনের প্রতীক।

সম্পাদিকা ফরজানাকে আরও একবার অভিনন্দন এই কষ্টসাধ্য অথচ শুভ প্রয়াসের জন্য। প্রাক্তনীর পক্ষে তাঁর এই অধ্যাবসায়ের দীর্ঘজীবনের কামনায়।

'স্মৃতির আলোয়'
সম্পাদনা : উন্মেনাদরা ফারজানা
মূল্য অনুল্লেখিত, প্রকাশকাল : বর্ধমান বইমেলা, ২০১৪

২২ শে শ্রাবণ

দীপিকা পাল

হে বৈশাখী ভাস্বর
তুমি হারিয়ে গেছ অসীম অজানায়
তবু আক্ষেপ নেই,
আছে শুধু এইটুকু সান্ত্বনা তোমারই শেষ কথায়—
'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়...'

স্মৃতির আঙিনায় এইটুকু আশ্বাস নিয়ে
তোমার অশেষ সাহিত্য নিকেতনে
অস্ত গেলেও আছ তুমি পূব আকাশের কোণে
... আর আছ ২২ শে শ্রাবণে।

সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সমবায় সংক্রান্ত বৌদ্ধিক গ্রন্থ

সমবায় ও মানব সভ্যতা

পাওয়া যাচ্ছে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে

মূল্য : ৫০০ টাকা

দু-দুবার নির্মাণ করেও মানুষের কাজে এল না বাইপাশ

ঝুঁকিপূর্ণ সেতু দিয়েই চলছে বেহুলা নদী পারাপার

আলেক শেখ, ২৭ জুন : বর্ধমান জেলা পরিষদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দু-দুবার নির্মাণ করেও কাজে এলনা বাইপাশ। মানুষকে বাধ্য হয়েই চরম ঝুঁকিপূর্ণ সেতু দিয়েই বেহুলা নদী পারাপার করতে হচ্ছে কালনা শহর সংলগ্ন কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেলেনেই গ্রামে। বয়সের চাপে বেহুলা নদীর উপর এই কেলেনেই সেতু জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে ২০১১ সালেই। স্থানীয় কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ঠেকা দেওয়া, মেরামতের কাজ করলেও জেলা পরিষদ থেকে 'ঝুঁকিপূর্ণ সেতু' সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ তখন দাবি তোলের নতুন একটি সেতু গড়ার। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নতুন সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে নির্বাচনে জয়ী হন দেবু টুডু। তিনি বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু সেতু এখনও নির্মিত হল না। ফলে জেলা পরিষদের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড অগ্রাহ্য করে পুরনো ঝুঁকিপূর্ণ সেতু দিয়েই বাধ্য হয়ে মানুষকে পারাপার করতে হচ্ছে।

নতুন সেতু নির্মাণের কথা ঘোষণা করে বর্ধমান জেলা পরিষদ বাইপাস রাস্তা নির্মাণের কাজে নামে, কিন্তু সেই রাস্তা বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই ধুঁয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। সেচ দপ্তরের বাস্তুকার সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করে জেলা পরিষদকে জানিয়ে দেন পুনরায় ওই বাইপাশ তৈরি করতে হবে। জেলা পরিষদ আবার বাইপাশ রাস্তা তৈরি করতে শুরু করে। কিন্তু আবারও সামান্য নিম্নচাপের বৃষ্টিতেই তৈরি নতুন রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনও সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। আবার বর্ষার মরশুমও এসে গেছে। তাই সেচ দপ্তরের সেতুর কাজ আদৌ শুরু হবে কিনা ভাবছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ। প্রাণ হাতে করেই পুরনো সেতু দিয়েই তাদের পারাপার করতে হচ্ছে।

কবি নিশান্তের কবিতা আলোচনা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ জুন : আসানসোলের সাহিত্য সংগঠন 'প্রয়াস'-এর উদ্যোগে একটি সাহিত্য-আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান শ্রী রামাশিষ হাইস্কুলের সভাকক্ষে। আলোচনার বিষয় ছিল বর্ধমান জেলায় কর্মরত হিন্দী যুব কবি নিশান্ত-এর কবিতা। সভায় সভাপতি এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের প্রধান ড. বিজয় ভারতী। কবি নিশান্ত তাঁর কবিতাগুলি পাঠ করেন। কবিতা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন, ড. মকেশ্বর রজক, বৃজেশ পাণ্ডেয়, শশিকুমার শর্মা, দিনেশ ঝা ও প্রধান আলোচক ড. বিজয় ভারতী। আয়োজকদের পক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন ড. কুসুম রায়। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ড. মঞ্জুলা শর্মা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. কৃষ্ণকুমার। কবিতা পাঠ ও আলোচনা নিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী হয়।

মালডাঙার কম্পমান সেতু সংস্কারের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ জুন : একটা ভারী যান উপরে উঠলেই খড়ি নদীর উপর সেতুটি কাঁপতে শুরু করে। তাই মালডাঙা সেতুর নাম বদলে হয়ে গেছে 'কম্পমান সেতু'। যে কোনো দিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই সেতুরই সংস্কারের দাবি উঠেছে গোটা মন্তেশ্বর জুড়ে। সেতুটি সংস্কারের ব্যাপারে দেখবো-দেখছি গোছের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। সি, গোপালাচারী, ১৯৪৮ সালের ২১ জুন; ২। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন, রাষ্ট্রপতি হন নিলম সঞ্জীব রেড্ডি; ৩। ২১ জুন, ফরাসী দেশে ১৯৮২ সালের ২১ জুন; ৪। ম্যানচেষ্টারে, ১৯৪৯ সালের ২১ জুন, বেবি, ওজন ১টন; ৫। ২০১৫ সালের ২১ জুন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী; ৬। ১৯৪০ সালের ২২ জুন, সুভাষচন্দ্র বসু; ৭। ১৯৪৮ সালের ২২ জুন; ৮। জন শেফার্ড ব্যারন, ১৯২৫ সালের ২৩ জুন, ভারতের মেঘালয়ে; ৯। বিজ্ঞানী ডা. জোনাস এডওয়ার্ড শালক ১৯৯৫ সালের ২৩ জুন; ১০। রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, জন্ম ১৮১৯ সালের ২৪ জুন; ১১। ১৯৭৭ সালের ২৪ জুন, নাদনঘাট; ১২। ১৯৯৩ সালের ২৫ জুন; ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে হারায়।

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'
(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে
পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি
সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন
- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন : (০৩৪২) ২৫৫১৪৫৮, ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com

ডাক বিভাগ ও ডাক কর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহক অভিযোগ করছেন যে, পত্রিকা সঠিক সময়ে পাচ্ছেন না। কখনও কখনও দু-তিনটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ পাচ্ছেনও না। ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি আমাদের আবেদন, গ্রাহকদের সময়ে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

প্রকাশিত হয়েছে
ড. সুকৃতি ঘোষাল প্রণীত বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলিত গ্রন্থ
প্রতর্ক
মূল্য : ১৭৫ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর ও বর্ধমানের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
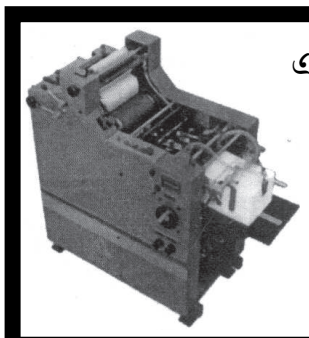
সাধনা প্রেস
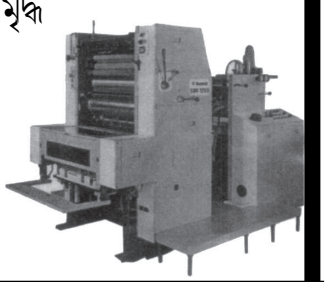
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা